Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

১৭ কার্তিক ১৪৩২

2 November 2025

The Business Standard

UGC, British Council sign partnership to boost higher education in Bangladesh

EDUCATION — BANGLADESH

TBS REPORT

The University Grants Commission (UGC) of Bangladesh and the British Council have signed a landmark partnership agreement aimed at enhancing the quality of higher education in Bangladesh. The agreement, inked under the Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT) project, seeks to strengthen academic leadership, faculty development, and institutional quality across the country's universities.

The ceremony took place at the House of Lords in the United Kingdom, hosted by Baroness Rosie Winterton, the UK Trade Envoy to Bangladesh. The agreement was signed by Stephen Forbes, country director of British Council Bangladesh, and Professor Asaduzzaman, director of the HEAT project.

Under this collaboration, the British Council, together with its UK partner Advance HE, will support the HEAT project in advancing faculty development, academic leadership, and institutional capacity-building.

The signing ceremony was attended by notable figures, including Baroness Wendy Alexander, vice chair of the British Council and member of the House of Lords; Professor SMA Faiz, UGC Chairman; and senior officials from Bangladesh's leading universities, including Dhaka University, BUET, North South University, and BRAC University. Representatives from the World Bank and the Bangladesh High Commission in the UK were also present.

UGC Chairman Professor Faiz highlighted the partnership's significance, saying, "This partnership with the British Council represents a timely and strategic step in Bangladesh's higher education reform journey. Together with the British Council and Advance HE, we are investing in leadership, teaching excellence, and institutional quality — building the foundations for a globally connected higher education system."

Stephen Forbes added, "The British Council's long-standing partnership with the UGC reflects our shared ambition to enhance quality, governance, and leadership within higher education. This agreement reaffirms that commitment and opens the door to deeper collaboration in the years ahead."

Baroness Rosie Winterton remarked, "This partnership reflects the UK's enduring collaboration with Bangladesh in education and skills, and our shared belief that education is the most powerful bridge between nations."

Hosted by Baroness Rosie Winterton, the agreement signing ceremony was attended by UGC Chairman Professor SMA Faiz, HEAT Project Director Professor Asaduzzaman, British Council Country Director Stephen Forbes, Baroness Wendy Alexander, and vice-chancellors from leading Bangladeshi universities. PHOTO: COURTESY

জনকণ্ঠ

শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসি-ব্রিটিশ কাউন্সিল চুক্তি স্বাক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ উচ্চশিক্ষা খাতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'হায়ার এডুকেশন অ্যাকসিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট)' প্রকল্প ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। নেতৃত্ব, শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উভয় প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করবে। বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য সরকারের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটন-এর উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসে সম্প্রতি এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস এবং হিট প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ার ও হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস ওয়েন্ডি আলেকজান্ডার, ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, এই অংশীদারিত্ব চুক্তি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সংস্কার যাত্রায় একটি সময়োপযোগী এবং কৌশলগত পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, এই চুক্তি প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতে আরও গভীর সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করবে।

দেশ রুপান্তর

ইউজিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে চুক্তি

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে নেতৃত্ব, শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'হায়ার এডুকেশন অ্যাকসিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট)' প্রকল্প ও ব্রিটিশ কাউন্সিল এর মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য সরকারের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটনের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসে সম্প্রতি এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস এবং হিট প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান।

এই অংশীদারিত্ব চুক্তির আওতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং যুক্তরাজ্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্স হায়ার এডুকেশন বাংলাদেশে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, একাডেমিক নেতৃত্ব, এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে হিট প্রকল্পকে সহায়তা করবে। এই সহযোগিতা বাংলাদেশ সরকারের উচ্চশিক্ষা খাতের বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সংযোগ বাড়াবে এবং একটি টেকসই পেশাদার উন্নয়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফায়েজ বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব চুক্তি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সংস্কার যাত্রায় একটি সময়োপযোগী এবং কৌশলগত পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং যুক্তরাজ্যের অ্যাডভান্স হায়ার এডুকেশনের সঙ্গে মিলে নেতৃত্ব, শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক মান বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করছি, যা বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়ক হবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, ইউজিসির সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিলের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং নেতৃত্বের উন্নয়নে আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ কার্তিক ১৪৩২

DU in Media

2 November 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

ডাকসুসহ চার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ভূমিধস জয় রহস্যজনক

বললেন নুর

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ (ঢাবি) দেশের শীর্ষ চার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস জয় নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে এ ঘটনাকে রহস্যজনক বললেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তার কথায়, 'ছাত্রদল ও শিবির নানা বাস্তবতায় এতদিন ক্যাম্পাসে যেতে পারতো না, প্রকাশ্যে পরিচয়ও দিতো না। শিবির তো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তবুও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জয়জয়কার, এটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হয়।' গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'পলিটিক্স ল্যাব: পাবলিক ডায়ালগ' শীর্ষক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন।

নুর বলেন, 'ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের একেবারে ভূমিধস বিজয় হয়েছে। সবাই জানে স্বতন্ত্ররা যারা জিতছে, তারাও শিবিরের নেক্সাসের। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত তরুণরা কেন তাদের ভোট দিল?'

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি জানান, তার বিশ্লেষণে শিবিরের এই সাফল্যের পেছনে কাজ করছে তাদের 'ওয়েলফেয়ার বেইজড পলিটিক্স' বা কল্যাণভিত্তিক রাজনীতি। তারা ছাত্রদের নানা সুবিধা দেয়। অনেকে বলছেন, কিছু হাসপাতালে শিবির এমন চুক্তি করেছে, যেখানে সদস্যদের পরিবার খুব কম খরচে চিকিৎসা নিতে পারে।'

সুবিধার বিনিময়ে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে নুর বলেন, 'আমরা যে তরুণদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি, যে তরুণদের নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই পরিবর্তনের দিকে, তারা যদি গ্রামে আমরা দেখি ৫০০ থেকে ১০০০ টাকায় মানুষ ভোট দিয়ে দেয় আরেকজনকে। বাছ-বিচার করে না। সেটা জনসচেতনতার অভাব, যার ফলে অযোগ্য মানুষ সংসদে চলে আসে, নেতৃত্বে চলে আসে। তাহলে উচ্চশিক্ষিত তরুণরা তো তাই করছে।' অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক পারভেজ করিম আব্বাসী।

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই শহীদ স্মৃতি ভবন অডিটোরিয়ামে শনিবার 'কবি ফররুখ আহমদ : পাঠ ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক কবি আবদুল হাই শিকদার

ডাকসু প্রথমবার ফররুখ আহমদকে স্মরণ করল

——আবদুল হাই শিকদার

ঢাবি প্রতিনিধি

দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক কবি আবদুল হাই শিকদার বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ফররুখ আহমদকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) প্রথম তাকে নিয়ে কোনো আয়োজন করল। এ আয়োজনের জন্য ডাকসুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই শহীদ স্মৃতি ভবন অডিটোরিয়ামে ডাকসুর 'উদ্যোগে ও শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদের সহযোগিতায় 'কবি ফররুখ আহমদ : পাঠ ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আবদুল হাই শিকদার বলেন, ফররুখ আহমদ মানুষকে কল্পনা থেকে বিশ্বাসের কাছে নিয়ে এসেছেন। আর সেটা হলো ইসলামের বিশ্বাস। তার ইসলাম মানে ছিল রেভ্যুলেশন। এছাড়া তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে লিখতেন। তখন সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ছিলেন মুসলমানরা। তাই তাদের নিয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি আরও বলেন, ফররুখ হলেন স্বপ্নভঙ্গের কবি। পাকিস্তান তৈরি হলে মুসলমানদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে তিনি স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছয় কবির অন্যতম।

কবি জাকির আবু জাফর বলেন, ফররুখ আহমদকে বিবেচনা করা যায় তার কবিতা দিয়ে। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, এ দেশে কবিদের

পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ২

ডাকসু প্রথমবার ফররুখ আহমদকে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজনৈতিক পাল্লা দিয়ে মাপা হয়। কবি জাতিকে কী দিতে পেরেছেন, সেটা না বিবেচনা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় কবিদের বিশেষায়িত করেছে। আর ফররুখ আহমদ সেই দুর্ভাগ্যের শিকার।

ডাকসুর এজিএস মহিউদ্দিন খান বলেন, বিগত সময়ে রাজনৈতিক কারণে অনেক যোগ্য কবি প্রাপ্য সম্মান পাননি। তবে আমরা রাজনৈতিক কারণে কাউকে বঞ্চিত করব না। সবাইকে তার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে।

মহিউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি জাকির আবু জাফর। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে ছিলেন ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক জসিম উদ্দিন। বিশেষ আলোচক ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি মাহবুব মুকুল, কবি ফররুখ আহমদের পুত্র ওয়াহিদুজ্জামান, কবি হাসনাইন ইকবাল, কবি ও গবেষক নোমান সাদিক। শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদক আবিদ হাসান রাফির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ফররুখ আহমদের কবিতা আবৃত্তি করেন শাকিলা মতিন মৃদুলা, আজহারুল ইসলাম রনি ও কামাল মিনা। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী গোলাম মওলা ও তাওহীদুল ইসলাম।